OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 322*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 316 - 322*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# আদর্শ নারীর খোঁজে : উনিশ শতকের বাঙালি সাহিত্যিকদের চোখে নারীর রূপায়ণ

সামিমা আক্তার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান
Email ID: samimaaktar78303@gmail.com

***Received Date*** *30. 04. 2026*
***Selection Date*** *10. 05. 2026*

***Keyword***
*ideal woman, purity, chastity, sita, savitri, Rani padmini, nineteenth century.*

***Abstract***

*In the nineteenth century, the condition of women was clearly shown in Bengali literature of that time. Most writings presented women within the Hindu joint family and domestic life. Women were seen as symbols of unity and peace in the family. It was believed that they could protect society from the bad effects of Western culture. Their main quality was self-sacrifice, especially in love and motherhood. Because of this, women were treated as symbols of the nation.*

*Writers like Bankim Chandra Chattopadhyay and others showed women mainly inside the household. They were ideal, disciplined, and devoted to family duties. At the same time, writers were thinking about how to develop patriotism among people. Nationalist leaders gave women the duty to protect Indian culture and values. They said women should not blindly follow Western lifestyle.*

*In the early nineteenth century, some educated people praised English women for their household skills and education. They wanted Indian women to be educated and to come out of strict household boundaries. But later, with the rise of nationalism, these same people started supporting traditional Indian values again. Women were asked to follow old customs and maintain cultural purity.*

*This created a comparison between ancient ideal women and modern women. Even journals like Tattvabodhini Patrika criticized women who followed Western ideas. Women's education was allowed, but it was limited. The main aim was to make them good mothers, good wives, and good homemakers.*

*Society needed role models for women. Ideal women were chosen from mythology and history, such as Sita and Savitri. Qualities like purity, devotion, and loyalty to the husband were seen as the highest virtues. Even though practices like sati were banned and widow remarriage was allowed, literature often continued to support self-sacrifice and strict life for widows.*

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 322*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

*So, the way women were shown in Bengali literature was closely related to their real condition in society. It helps us understand the thinking and attitudes towards women in the nineteenth century and the ideal image of women at that time.*

## Discussion

মেয়েদেরকে দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা যাতে হালকা না হয় সে বিষয়ে পুরুষ সবসময় সজাগ। নারীরা যতই শিক্ষিত হোক তাঁদের জীবন যেন পুরুষের সীমার মধ্যেই থাকে। পুরুষের জীবন যতই চাঞ্চল আসুক মেয়েদের মধ্যে যেন থাকে স্থায়িত্ব, এই চিন্তার অন্ত ছিল না উনিশ শতকের পুরুষদের। জাতীয়তাবাদের উত্থানে জাতীয়তা রক্ষা দায়টাও মেয়েদেরকেই পালন করতে হবে। রাজসুন্দরীর আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—

> "বাহিরে আমরা অপমানিত, হৃতসর্বস্ব, লাঞ্ছিত ও পরমুখাপেক্ষী— গৃহ ভিন্ন আমাদের দাড়াইবার স্থান কোথায়?"[১]

তাই গৃহকে প্রাচীনকালের হিন্দু রমণীগণ যেমন স্নেহ ত্যাগের মহিমায় পূর্ণ করে রাখতেন তেমন করেই হিন্দুর গৃহস্থলের প্রকৃত শোভা ধরে রাখতে হবে, ভারতের ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করতে পারে একমাত্র নারী। তাই নারীর প্রয়োজন সতীত্ব, পবিত্রতা, কোমলতা, লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মূল্যবোধ। দেশের জন্য, পুরুষের জন্য নারীর নিজস্ব মূল্যবোধকে বলি দিয়ে নারীকে হতে হবে ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। জাতীয়তাবাদ উনিশ শতকের নারীদের উপর এসব মূল্যবোধের চাপ আরও ভারী করে তুলেছিল, এ থেকে নিষ্ক্রমণ মেয়েদের পক্ষে সহজ ছিল না। বরং মেয়েরা গর্বের সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছে সতীত্ব, পতিভক্তি, গার্হস্থধর্ম, সেবা, লজ্জা - এই জাতীয় বিষয়কে। পুরুষরা লেখেই চলেছেন মেয়েদের কর্তব্য-অকর্তব্য নিয়ে। অথচ পুরুষদের কোনো দায় নেই, তাঁরা থাকবেন বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে। সমগ্র উনিশশতক জুড়ে স্ত্রীশিক্ষার পিছনে ছিল মেয়েদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ, প্রহসন রচনা অন্যদিকে নিবৃত্তি ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার উপদেশমূলক রচনা। যে 'বামাবোধিনী' পত্রিকাকে নারীর প্রকৃত হিতকাঙ্খী মনে করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল নারীর হিতসাধন করা, সেই পত্রিকায় রচিত প্রবন্ধগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে প্রকৃত নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল— 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ', 'গৃহিণীর কর্ত্তব্য', 'স্ত্রীজাতির আদর্শ', 'মাতার প্রতি কয়েটি উপদেশ', 'আদর্শ গৃহিণী', 'নারী জীবনের উদ্দেশ্য', 'হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম', 'আদর্শ সতী স্ত্রী', 'সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম', 'রমণীর কর্ত্তব্য।'[২] রমণীগণ সংযতা হলেই পুরুষের সুবিধে, পুরুষ এইভাবেই মূল্যবোধের চাপে নারীকে পরিচালনা করেছে।

ইংরেজ শাসনের শুরু হওয়ার ফলে যে মধ্যবিত্ত সমাজের সূচনা হল, সেই সমাজের পুরুষেরা চাননি অষ্টাদশ শতক সুলভ অশিক্ষিতা পত্নী, তাদের আবশ্যক ছিল শিক্ষিতা, সংস্কৃতা, সহকর্মিনী পত্নী, যিনি ইংরেজ শাসিত বাংলাদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়ক হবে, বাংলা লিখতে পড়তে পারবে, সম্ভব হলে কিছু ইংরেজিও বলবে। স্ত্রীরা শিক্ষিত হবে ঠিক আছে কিন্তু তাঁরা স্বাধীন হবে, ব্যতিক্রমী হবে এটা চাননি। পা বাড়াবে না পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর বাইরে, মেয়েদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েরা শৃঙ্খলা মেনে কাজ করবে, সময়ের সদ্ব্যবহার করবে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশু পালন করবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান লাভে স্বামীর সহায়ক হবে, অন্যদিকে প্রাচীন আর্য নারীদের দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিসেবা করবে, শিশুর মানস গঠন করবে, আপন চরিত্র মহিমায় সমগ্র পরিবারের ধর্ম আলোকিত করবে।[৩] এতদিন পুরুষ সমাজ নারীদেরকে অধিকার দেবে না বলে নানা বিধি নিষেধ চাপিয়ে বন্দী করে রেখেছেন। সেই পুরুষ সমাজ এখন নিজের প্রয়োজনে নারীকে শিক্ষার সীমিত আলো দিয়ে স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। এই চিত্রকল্প আরও পরিবর্তন হল যখন জাতীয়তাবাদের জোয়ার এল দেশে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই, যার সুস্পষ্ট রূপ দেখা দিল সমসাময়িক লেখনিতে। উনিশ শতকে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত সমাজ রাজকীয় পদে চাকুরি নেওয়ার জন্য, ইংরেজি সভ্যতার সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য, পশ্চিমী সমালোচনাকে মেনে নিয়ে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁদের সমাজ নানা কুসংস্কার রোগে আক্রান্ত, তার উপশমের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরে জাতীয়তাবাদ জেগে উঠলে পশ্চিমী বিরূপ সমালোচনাকে প্রতিহত করার জন্য অতীত ভারত গৌরবের কীর্তন করতে শুরু করলেন। তাঁরা যেহেতু বারে বারে নারীকে হাতিয়ার

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 322*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

বানিয়েছে এবারও তার অন্যথা হল না। তাঁরা দাবি করলেন তাঁদের গৌরবময় যুগে নারীর অবস্থান খুব সুউচ্চ ছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পারিবারিক' প্রবন্ধে বলছেন—

> "আর্য প্রণালীতে ধর্মভাবের আধিক্য, ইউরোপের প্রণালীতে ভোগ সুখের আধিক্য, আর্য প্রণালীতে স্ত্রী দেবী, ইউরোপের প্রণালীতে স্ত্রী সখী এবং সহচরী। ছেলেরা ইংরাজী শিখিয়া সাহেব হইয়াছেন, মেয়েরা ইংরাজী না শিখিয়াই বিবি হইতে বসিল। ... গৃহ এবং গৃহোপকরণ অপরিচ্ছন্ন থাকে, খাওয়া খারাপ হয়, শরীর মাটি হইয়া যায়, যে সকল সন্তান প্রসূত হয় তাহারা ক্ষুদ্রকায়, স্বল্পবল, রুগ্ন দেহ হইয়া জন্মে, সর্বদাই পীড়িত হয়, স্বল্পায়ু হইয়া থাকে, অথবা অকালেই চলিয়া যায়।"[৪]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্ত্রীশিক্ষা চাই তবে তা হবে বিদেশি প্রভাবমুক্ত। ভারতীয় আর্যরীতি অনুসারে মেয়েদেরকে হতে হবে লজ্জাশীলতা, কুটুম্বিতা, জ্ঞাতিত্ব। সন্তান শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে মেয়েদের কি করতে হবে তার বিধান দিয়েছেন। ভারতীয় মেয়েদের সনাতনী আদর্শ আবহকাল ধরে বিরাজমান। সতী, সীতা, সাবিত্রী, কুন্তী, গান্ধারী, দময়ন্তী এঁরা ছিল আদর্শ নারী মডেল। এ যুগের নারীরা তাঁদের মতো ধর্মবলে বলবতী হবেন, চরিত্রে বীর্যবতী হবেন, গার্হস্থ্যনীতি পালন করবেন, অবশ্য তাঁদের সর্ববৃহৎ কর্তব্য সন্তান পালন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

> "পশ্চিমের মেয়েরা প্রধানত পত্নী, এদেশের মেয়েরা মূলত মা।"[৫]

মাতৃত্ব ভারতীয় মেয়েদের আসল স্বরূপ। এই স্বরূপ রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদের কারণে। বাঙালিরা ক্ষীণবল, ক্ষীণআয়ু বলেই বারবার মার খায় বিদেশি আক্রমণ কারীদের হাতে। মায়েদের কর্তব্য স্বাস্থ্যবান, শৌর্যপরায়ণ, দেশপ্রেমিক, আর্যজনোচিত সুসন্তান গঠন। বিদেশির বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের জন্য সাহসী, শক্তিশালী সুপুত্র চায়। বিদেশের বিরুদ্ধে ধর্মরক্ষা, পরিবার পালনের জন্য সুকন্যা আবশ্যক, দেশের চাহিদা মেটাবার ভার মায়েদের, মেয়েদের।[৬] আদর্শ নারী ও মাতৃত্বের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিক নেতারা, চিন্তাশীল লেখকরা এবং নামজাদা পত্রিকা সকল।

নারীর সতী হওয়ার প্রথাকে মহিমান্বিত করতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লেখলেন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য। যে সতীপ্রথাকে আইনের সাহায্যে শতকের গোড়াতেই রামমোহন বন্ধ করেছিলেন। শতকের শেষে দেশীয় ঐতিহ্যকে স্থাপন করতে গিয়ে তুলে ধরছেন সতীর কাহিনিকে। বিধর্মী যবন আলাউদ্দিনের লালসা থেকে সম্মান রক্ষা করতে রানী পদ্মিনী জহরব্রত গ্রহণ করে সতী হচ্ছে। এই উপাখ্যানকে উনিশ শতকে সবথেকে জনপ্রিয় করে তুলছেন কবি। রানী পদ্মিনীর মুখে ঘোষণা করছেন যুগে যুগে সতীত্বের মহিমা কতখানি। ভারতীয় সংস্কার কতখানি মহৎ। নারীরা গর্বের সঙ্গে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে এবং সতী হওয়ার মধ্যে তাঁরা সুখ, যশ লাভ করে।[৭]

পদ্মিনীর উপাখ্যান নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখছেন 'সরোজিনী' নাটক। জাতীয়তাবাদের যে মূল সুরটি ছিল— স্নেহ, প্রেম, মায়াকে বলি দিতে হবে দেশরক্ষার কর্তব্যবোধের জন্য। এই নাটকে সতীত্ব রক্ষার আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ, দায়বদ্ধতা, নারীর ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের শেষে জয়ী আলাউদ্দিন যখন সরোজিনীকে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়, সরোজিনীকে বলপূর্বক ধরতে থাকে, তখন সরোজিনী বলে ওঠে—

> "জানিস নরাধম, অসহায় রাজপুত মহিলার ধর্মই একমাত্র সহায়।"[৮]

এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়। উনিশ শতকে রাণী পদ্মিনীর সতীত্বের উপাখ্যানের পাশাপাশি আরও দুটি সতী উপাখ্যান খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রামায়ণের জনকনন্দিনী সীতার সতীত্বের কথা এবং মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের উপাখ্যান। এরাই হয়ে উঠল তখন হিন্দু বাঙালির জীবনে গৃহস্থবধূর কাছে আদর্শ নারী মডেল।

সেই দিনের সনাতন বাঙালি নারীর আদর্শ হিসেবে পুরাণ থেকে সীতা ও সাবিত্রীর উপাখ্যানকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সতীত্বের মডেল হিসেবে গড়ে তোলা ও সমাজে সেটাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার কাজ শুরু করলেন। যে আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি একসময় হিন্দুধর্মের সনাতন সংস্কার ও মনু বাক্যের নিন্দা করেছেন তাঁরাই হিন্দুধর্মের পুরাতন সংস্কারের জয়গান করতে শুরু করলেন। শিক্ষিতবর্গ যুক্তিবুদ্ধি, বিচার বিশ্লেষণের পরিবর্তে নিজেকে সঁপে দিলেন ধর্মীয় গণ্ডীজালে। যে

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 322*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা একসময় মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীলতার উদাহরণ হয়ে উঠেছিল, সেই 'তত্ত্ববোধিনী' তে ১৮০২ শকাব্দের ৪৫২ সংখ্যায় (১৮৮০) 'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা' লেখা হচ্ছে –

> "স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবত হৃদয়প্রধান এবং পুরুষ প্রকৃতি স্বভাবত বুদ্ধিপ্রধান অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্বির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ, এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধি প্রধান শিক্ষা, হৃদয় প্রধান শিক্ষা নহে, অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।"[৯]

শুধু 'তত্ত্ববোধিনী' নয় সেই সময় প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি চেয়েছিলেন স্ত্রীশিক্ষা এমন হওয়া উচিত যেখানে স্ত্রীজাতির হৃদয় গুণ উৎকর্ষ সাধন করে। মনে করতেন নারীরা যাতে ধর্মপরায়ণ, নীতিনিষ্ঠ হতে শেখেন, যাতে সুমাতা ও সুগৃহিণী হয়ে উঠতে পারেন, এমন স্ত্রী-জনোচিত শিক্ষা দেওয়াই উচিত। ১৮৬৯ এ প্রকাশিত 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখছেন—

> "স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এই গার্হস্থ ধর্ম প্রতিপালন ও সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিধবা হলে স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করে জীবনধারণের উপযুক্ত শিক্ষাই নারীদের জন্য প্রকৃত শিক্ষা।"[১০]

জনৈক শ্রীমতি নিস্তারিণী দেবী, 'নারী জীবনের উদ্দেশ্য' শীর্ষক একটি রচনায় লিখেছেন—

> "স্বামী কুরূপ, নির্গুণ দরিদ্র যে প্রকারই হউন না কেন, স্ত্রীলোকের পূজনীয়, চিরকাল তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া আন্তরিক প্রীতিপূর্বক সেবা করত; কালাতিপাত করাই প্রধান ধর্ম ও একান্ত প্রার্থনীয়।"[১১]

তবেই সে পুরুষের চোখে, সমাজের চোখে সতী নারী। উনিশ শতকের শেষের দশকগুলিতে নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার মডেলটি এভাবেই নারীকে সংসার ধর্মে আবদ্ধ রেখে আদর্শ সতী নারী হিসেবে সীতা-সাবিত্রীর মডেল গড়ে তুলাটাই আমাদের নবজাগরণের মহান পুরুষদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকে প্রথম সাবিত্রীর পাতিব্রত্য উপাখ্যানকে নিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখছেন 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক। নাটকের মুখবন্ধ স্বরূপ বিজ্ঞাপনে কালীপ্রসন্ন লিখছেন—

> "বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান বিশেষরূপে জানা আবশ্যক যদ্দ্বারা পাতিব্রত্য ধর্মের উদাহরণ স্বরূপে ধর্মজ্ঞান শিক্ষায় তদনুসারে সমর্থা হইবে।"[১২]

আমার স্যার অধ্যাপক মলয় রক্ষিত এই বিষয় নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন 'সাবিত্রীতত্ত্ব, বাঙালির সতীত্ব ও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাঘাত' সেই লেখাটি থেকে আমি এ বিষয়ে ধারণা পেয়েছি।[১৩] তারপর একে একে অনেকেই সাবিত্রী উপাখ্যানকে নিয়ে লেখতে থাকে। ১৮৬৭-তে তিনকড়ি ঘোষাল লিখলেন 'সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়' যাত্রাপালা হিসেবে সমাদৃত হয়েছিল। ১৮৬৮-তে ভোলানাথ চক্রবর্তী লেখলেন 'সাবিত্রীচরিত্র' কাব্য। ১৮৭৪ সালে হরিনাথ মজুমদার লেখলেন 'সাবিত্রী নাটিকা'। ১৮৭৫ সালে রাজকৃষ্ণ রায় লেখেন সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী অবলম্বনে 'পতিব্রতা' নাট্যগীতি। ১৮৭৭ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখলেন আর একখানি 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক। ১৮৮০ কাছাকাছি ব্রজমোহন রায় 'সাবিত্রী সত্যবান' নামে আরেকটি যাত্রাপালা রচনা করলেন। প্রতিটি রচনারই উদ্দেশ্য ছিল সাবিত্রীর পাতিব্রত্যার শ্রেষ্ঠত্বকে জনসমাজে তুলে ধরা। এইভাবে সনাতন হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীরা, বাঙালি নারীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের ধারণাটিকে ক্রমশ ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

১৮৭৫ এ মুঙ্গের থেকে এলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। ১৮৮৪-তে কাশি থেকে এলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি। এই দুই পণ্ডিত ব্যক্তি এসে হিন্দুধর্মের প্রাচীন সংস্কার, আচার, নিয়ম, বিধিগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। এতদিন যে অন্ধবিশ্বাসে বাঙালি সমাজ নিমজ্জিত ছিলেন সেই অন্ধভক্তিতে বাঙালিকে মোহিত করতে লাগলেন। উনিশ শতকে যে কোনো প্রচেষ্টার মাধ্যম ছিল পত্র-পত্রিকা। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে প্রচার করার জন্য কয়েকটি পত্রিকা কান্ডারী হয়ে উঠল। 'বেদব্যাস' পত্রিকায় শশধর তর্কচূড়ামণি নারীকে মনুবাক্য অনুসারে গড়ে তোলার কথা বললেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাও অনুসারী

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 322*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

লেখালেখি প্রকাশ করতে লাগলেন। আধুনিক শিক্ষা নারীদের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কথাও বলতে লাগলেন।[১৪] অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'সনাতনী' গ্রন্থের পূর্ব পীঠিকায় লেখছেন—

"নারীর সতীত্ব-শক্তি বা পতিব্রতা সনাতনী। ঐটি অব্যাহত রাখিয়া নারীজাতির উন্নতি করিতে হইবে।"[১৫]

শুধু তাই নয় তিনি মনুর স্মৃতিশাস্ত্রের শ্লোক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে লাগলেন স্ত্রীলোক বাল্য অবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে, কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করবে না।[১৬]

১৮৮১-তে প্রকাশিত হয়েছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ভারত মহিলা' গ্রন্থ। এই গ্রন্থের লেখাগুলি বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন স্মৃতি ও সংহিতা থেকে উদাহরণ দিয়ে ভারতীয় নারীর গুণগত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের এবং স্ত্রীধর্মের উৎকর্ষতা আলোচনা করেছেন।

সাবিত্রীর পর কৃত্তিবাসি রামায়ণের সীতা হয়ে উঠেছিল বাঙালির কাছে আদরণীয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ সীতাকে নিয়ে রচনা করলেন একাধিক নাটক - 'সীতার বনবাস', 'সীতার বিবাহ', 'সীতাহরণ'। সনাতন ধর্মের উচ্চ-আদর্শ হিসেবে সীতার স্নেহশীল, বধূত্ব, মাতৃত্ব ও সর্বংসহা পাতিব্রত্য গুণের কারণেই সীতার কাহিনী বাঙালি দর্শকের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। সীতা, সাবিত্রী কেন বাঙালির মন হরণ করেছিল আমার স্যার অধ্যাপক মলয় রক্ষিতের মত অনুযায়ী বলতে হয় - কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতার মধ্যে ছিল জনমদুখিনী সর্বংসহা মাতৃমূর্তি। সে আদর্শ গৃহবধূ, স্নেহশীল মাতা ও বৌদি, স্বামীর প্রতি তার অচলভক্তি। রাবণ দ্বারা অপহৃত হয়ে, রাবণের হাজার প্রলোভন সত্ত্বেও সে সতীত্ব বিসর্জন দেয় না। স্বামীর আদেশে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে সে নিজের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। মিথ্যে অপবাদে স্বামী তাকে একাধিকবার পরিত্যাগ করে, বনবাসে পাঠায় তবুও পতির প্রতি বিশ্বাস ও অচলভক্তি অটুট ছিল। এমন রমণী যে সনাতন ধর্মে অবিচল বাঙালির কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে তা স্বাভাবিক। অপরদিকে সাবিত্রীর মধ্যে ছিল কর্তব্যে কঠিন দৃঢ়তা, অবিচলনিষ্ঠা, স্বামীর মৃত্যুকে ঠেকানোর জন্য তিনদিন, তিনরাত্রি কঠোর অনশন করেন। সাবিত্রী পাতিব্রতার মধ্যে দিয়েই অপরিমিত মানসিক শক্তি অর্জন করেছিলেন। এই পাতিব্রত্যের জন্যই সাবিত্রী সর্বশ্রেষ্ঠ।

উনিশ শতকের শেষের দশকগুলিতে বাঙালি নারীকে সীতা ও সাবিত্রীর আদর্শে যেভাবে গড়ে তোলার কাজ চলছিল এর থেকে প্রভাবমুক্ত কোনো লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে মাঝে মাঝে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর শোনা গেছে। তবে শেষ পর্যন্ত বড়ো হয়ে উঠেছে নারীর নিরবিচ্ছিন্ন, একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য। তাঁর উপন্যাসের নায়িকারা অন্তঃপুরবাসিনী, তিনি বাল্যবিবাহকে সমর্থন করেছেন, এমনকি 'মৃণালিনী' উপন্যাসে অনুমরণকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নারীদের তৈরি করেছেন। তাঁর উপন্যাসের নারীরা ছিল সর্বার্থেই সমাজবিধি মান্য করা সুশীলা, পতিব্রতা রমণী। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য সূর্যমুখী, হিরন্ময়ী, তিলোত্তমা, শ্রী, প্রফুল্ল, কমলমণি, ভ্রমর। বঙ্কিমের অধিকাংশ নায়িকা বা পার্শ্বনায়িকারা স্বামীকেই জীবন-সর্বস্ব মনে করেছে, এঁরা হিন্দু নারী হোক বা মুসলমান বিভিন্ন সময়ে তাঁদের মুখে পতিনিষ্ঠার বাণী শোনা গেছে। স্বামী ব্যভিচারী হলেও স্ত্রীর পতিপ্রেমের নিষ্ঠায় কোনো মলিনতা লাগতে দেয়নি। ভ্রমর প্রথম দিকে কিছুটা প্রতিবাদী হলেও শেষপর্যন্ত সে ব্যভিচারী স্বামীকে ঐহিক জগতের পরিত্রাতা ও মানসিক আশ্রয়দাতা বলে স্বীকার করেছে। স্বামীর সব নিষ্ঠুরতা বঞ্চনা জেনেও জীবনের শেষ মুহূর্তে স্বামীর চরণ স্পর্শ করে বলেছে –

"আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই।"[১৭]

প্রফুল্ল বহু কৃচ্ছ্রসাধনায় নিজেকে সুশিক্ষিত করেছে কিছুকাল রানীগিরি করে শেষ পর্যন্ত গৃহধর্মে মন দিয়েছে। তার বিশ্বাস এই ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম, রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম নয়, এ কথাও বলেছে স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা।[১৮] নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত জেনেও হিন্দু ঘরের চিরন্তন কুলবধূ সূর্যমুখী স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেন আমার সর্বস্ব ধন তোমার পায়ের কাটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি।[১৯]

আর কমলমণি সেও তো হিন্দু ঘরের ছাচে ঢালা গৃহবধূ তাঁর মুখেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অচলা, নিঃশর্ত আনুগত্যের কথাই তো স্বাভাবিক। সূর্যমুখীর প্রতি দাদা নগেন্দ্রের প্রেমহীনতার কথা জেনেও সূর্যমুখীকে তিরস্কার করেছে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 322*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> "তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসনি হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার-তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর।"[২০]

স্বামী যতই অপরাধ করুক হিন্দু নারীর কাছে সে দেবতা স্বরূপ তার সব দোষ-ত্রুটি মেনে নিয়ে দিনরাত পুজো করতে হবে। 'সীতারাম' উপন্যাসে সন্ন্যাসিনী শ্রীও বলে একই কথা—

> "আমি ঈশ্বরও জানি না-স্বামীই জানি ...স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহিনা। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ ইহার মধ্যে আমার স্বামীর বিরহ দুঃখ আমি ভালোবাসি।"[২১]

আর এক চরিত্র মুসলিম কন্যা দলনী বেগম নবাব মীর কাসেমের পত্নী, স্বামী তাকে ভুল বুঝে মৃত্যু শাস্তি দিলে সে বিনা দ্বিধায় নিঃশব্দে বিষের পাত্র হাতে তুলে নিয়েছে। পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা হিসাবে স্বামীর দেওয়া মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞাকেই শিরোধার্য করেছে।

নারীশিক্ষা-নারীমুক্তির জন্য সবথেকে অগ্রণীপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্বশুর ঘরে গিয়ে গৃহবধূর আচরণীয় ধর্ম কী, তা শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার সময় মহর্ষি কণ্বের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

> "তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজন দিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হইবে না। স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশ ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না। মহিলারা এরূপ ব্যবহারিনী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়।"[২২]

নারী দরদী, প্রগতিশীল বিদ্যাসাগরও কিন্তু নারীর এই আদর্শ রূপটি পছন্দ করতেন।

উনিশ শতকের সমাজে নারী সম্পর্কিত যে ট্যাবু ছিল, নারী হবে পুরুষের সেবিকা, শয্যাসঙ্গিনী, সন্তানের জন্মদাত্রী, গৃহিণী, এই আদর্শনারী ভাবনাকে উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথও অতিক্রম করতে পারেনি। 'হৃদয়ধর্ম ও সেবানৈপুন্য' এর মতো গুণাবলি দিয়ে তিনি নারীত্বকে আদর্শায়িত করে তুলেছিলেন। তাঁর মতে নারী হবে ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা, এবং আত্মত্যাগের প্রতীক। সতীদাহের চিতার আগুনের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ - জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ/ পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা। চল্লিশোত্তর বয়সে চিতার আগুনের শোভায় ভরে উঠেছিল তাঁর মন –

> "দাম্পত্যলীলার অবসান দিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ, চিতাকে তুমি বিবাহ সজ্জার ন্যায় আনন্দময় কল্যাণময় করিয়াছ।"[২৩]

উনিশ শতকের পুরুষদের চোখে নারীর দুটি ভূমিকা গৃহিণী ও জননী, এর বাইরে নারীর আর কোনো অবদান বা কর্ম থাকতে পারে না, এই দুটি ভূমিকা পালনেই নারী জীবনের সার্থকতা। তাই নারীর এই দুটি ভূমিকাকে নানা ভাবে আদর্শিত করা হয়েছে। উনিশ শতকে সমস্ত জায়গা জুড়ে নারীর এইরূপ ভূমিকার স্তবগান করা হয়েছে।

## Reference:

১. ভট্টাচার্য, সুতপা (সংকলন ও সম্পাদনা), 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক', সাহিত্য একাদেমি, ১৯১৯, পৃ. ১৩
২. রায়, ভারতী (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা', আনন্দ, জানুয়ারি, ২০০২
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 322*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, 'পদ্মিনী উপাখ্যান', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪১১, পৃ. ১০৮
৮. গুপ্ত, ড. ক্ষেত্র, ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক', পুথি, ১৯৯৭
৯. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', দ্বিতীয় খণ্ড, বীক্ষণগ্রন্থন ভবন, ১৯৬৩, পৃ. ৪৬২
১০. ঘোষ, কালীপ্রসন্ন, 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব', অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯
১১. রায়, ভারতী (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা', আনন্দ, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ. ১৫৫
১২. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক', জি পি রায় অ্যান্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সবার কারণ মুদ্রিত, ১৭৮০ শকাব্দ
১৩. বেথুন কলেজিয়েট স্কুল গৌরবোজ্জ্বল একশো পঁচাত্তর বর্ষপূর্তির স্মারক গ্রন্থ, মলয় রক্ষিত এর প্রবন্ধ, 'সাবিত্রীতত্ত্ব, বাঙালির সতীত্ব ও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাঘাত', বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, ২০২৪
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
১৫. সরকার, অক্ষয়চন্দ্র, 'সনাতনী', কেদারনাথ বসু প্রকাশিত, কলিকাতা, মাঘ ১৩১৭, পৃ. ১০৯
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২
১৭. রায়, কৃষ্ণা, 'বঙ্কিমচন্দ্রের নারী-ভাবনা', বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০২৩
পৃ. ৪৫
১৮. পূর্বোক্ত
১৯. পূর্বোক্ত
২০. পূর্বোক্ত
২১. পূর্বোক্ত
২২. বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'শকুন্তলা', রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৭ পৃ. ৩২৮,
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'মা ভৈঃ', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা ১৩১৪, পৃ. ৩